

## ণ-ত্ব বিধান

ণ-ত্ব বিধান: বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য ‘ন’ এর মূর্ধন্য ‘ণ’ তে পরিবর্তন লাভের বিধানগুলোকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

আবার বাংলা বানানে কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ হবে তা যে সকল নিয়ম অনুসারে হয় সে সকল নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

এর বিধানগুলো নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. ঋ, ৱ, ষ – এ কয়টি বর্ণের পর দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ তে পরিণত হয়। যেমন-ঋণ, বর্ণ, বর্ণনা, অর্ণব, পূর্ণ, কর্ণ, ঘৃণা, মৃণাল, ভাষণ, উষ্ণ, তৃষ্ণা ইত্যাদি।
২. ট বর্ণ অর্থাৎ ট ঠ ড ঢ – এর পূর্বের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- বন্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।
৩. যদি ঋ, ৱ, ষ – এর পরে স্বরবর্ণ (অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ), ক-বর্ণ (ক খ গ ঘ ঙ), প – বর্ণ (প ফ ব ভ ম), য ব হ ঙ থাকে, তবে তার পরের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ তে পরিণত হয়। যেমন: অর্পণ, কৃপণ, নির্বাণ ইত্যাদি।
৪. প্র, পরা, পরি, নির – এ চারটি উপসর্গের এবং ‘অন্তর’ শব্দের পরে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ তে পরিবর্তিত হয়। যেমন- প্রণাম, পরিণাম ইত্যাদি।
৫. প্র, পরি ইত্যাদির পর ‘নি’ উপসর্গের ন মূর্ধন্য ণ তে পরিণত হয়। যেমন- প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।
৬. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন – কুরআন, জার্মান, ইন্টার্ন, লন্ডন ইত্যাদি।
৭. ত বর্ণের অর্থাৎ ত থ দ ধ –এর পরে ণ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও দন্ত্য ন হয়। যেমন- গ্রন্থ, ক্রন্দন, রন্ধন ইত্যাদি।
৮. সমাসবদ্ধ শব্দে দু পদের অর্থ প্রাধান্য থাকলে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম ইত্যাদি।
৯. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন- অঘ্রাণ, ইরান, কান, গোনা, ঝরনা, পরান, রানি ইত্যাদি।
১০. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে তৎসম শব্দের বানানে ট ঠ ড ঢ এর পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন – কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
১১. কিন্তু প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে অতৎসম শব্দের বানানে ট ঠ ড ঢ এর পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ন হয়। যেমন – গুপ্তা, বাভা, ঠাভা ইত্যাদি।
১২. বাংলা ক্রিয়া পদের সঙ্গে মূর্ধন্য ণ হয় না। যেমন- করেন, ধরেন, মারেন ইত্যাদি।
১৩. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন-  
চাণক্য মাণিক্য গণ                      বাণিজ্য লবণ মণ  
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।  
কল্যাণ শোণিত মণি                      স্থানু গুণ পুণ্য বেণী  
ফণী অণু বিপণী গণিকা।

আপণ লাণ্য বাণী                      নিপুণ ভণিতা পাণি  
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ ।  
চিক্ৰণ নিক্ৰণ ত্ৰণ                      কফোণী বণিক গুণ  
গণনা পিণাক পণ্য বাণ ।

### ষ-ত্ব বিধান

ষ-ত্ব বিধান: বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য ‘স’ এর মূর্ধন্য ‘ষ’ তে পরিবর্তন লাভের বিধানগুলোকে ষ-ত্ব বিধান বলে ।

আবার বাংলা বানানে কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ত্য স, তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ হবে তা যে সকল নিয়ম অনুসারে হয় সে সকল নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে ।

এর বিধানগুলো নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. ঋ, ৱ, - এ কয়টি বর্ণের পর মূর্ধন্য ‘ষ’ হয় । যেমন-ঋষি, বর্ষা, কর্ষণ, কৃষক, তৃষ্ণা, উৎকৃষ্ট, বৃষ্টি ইত্যাদি ।
২. যদি ঋ, ৱ, - এর পরে অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি( ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ), ক ও র এর পরের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ তে পরিণত হয় । যেমন: মুমূর্ষু, ভবিষ্যৎ বিষয়, বিষ, সুষমা ইত্যাদি ।
৩. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে ‘ষ’ হয় । যেমন- অভি+ সেক= অভিষেক, সু+ সুপ্ত= সুষুপ্ত, অনু+ সঙ্গ= অনুষঙ্গ, প্রতি+ সেধক= প্রতিসেধক ইত্যাদি ।
৪. ট ও ঠ - এর পূর্বের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় । যেমন- কষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, স্পষ্ট, নষ্ট ইত্যাদি ।
৫. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে বিদেশি শব্দে ‘ষ’ হয় না । যেমন - জিনিস, কিশমিশ, পোশাক, পোস্ট, বেহেশত, শয়তান, মাস্টার, হিসাব, স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টেশন, ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, সালাত, শাবান (হিজরি মাস) ইত্যাদি ।

৬. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S, sh, -  
sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন- পাসপোর্ট,  
বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন., রেশন, স্টেশন ইত্যাদি।
৭. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ  
এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ এর ব্যবহার থাকবে। যেমন- তছনছ, পছন্দ, মিছরি,  
মিছিল।
৮. খাঁটি বাংলা শব্দে ‘ষ’ হয় না। যেমন – দেশি, বাস, মিশি, ইত্যাদি।
৯. সাৎ প্রত্যয়ে ‘ষ’ হয় না। যেমন- ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, ইত্যাদি।
১০. নিঃ, দুঃ, বহিঃ- এ শব্দগুলোর পর ক খ প ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে “ষ” হয়। যেমন  
নিঃ + কাম = নিষ্কাম, দুঃ + কর = দুষ্কর ইত্যাদি।
১১. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ‘ষ’ হয়। যেমন- আষাঢ়, উষা, আভাষ,, ষোড়শ,  
তোষণ,, পৌষ, ভূষণ ইত্যাদি।